প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণশাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তিও তালিকা

জেলার নাম: **পাবনা**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তিও সংখ্যা: **০৯ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তাড়াস ভবন**		**পাবনা সদর**	২৪°০০'১৭.৫" উ. ৮৯°১৪'০১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ জুন ১৯৯৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৯৬)	তাড়াস ভবনটি ১৮ শতাব্দীতে ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত একটি দ্বিতল ভবন। তাড়াসের জমিদার রায়বাহাদুর বনমালি রায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এ ভবনের খিলানাকৃতির বড় বড় পিলার গুলো অলংকরণ সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ রাজবাড়িটি জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন রকমের অলংকরণ। বিশেষ করে ভবনটির অভ্যন্তরে একটি কক্ষের ছাদ ব্রোঞ্জের তৈরি এবং জাক জমকপূর্ণ অলংকরণ শোভিত।
২.	**জোড়বাংলা মন্দির**	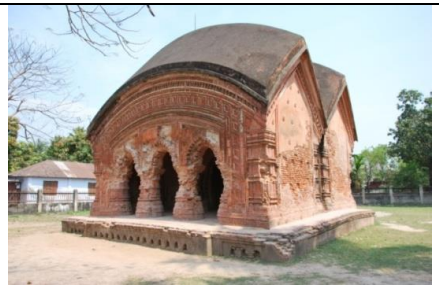	**পাবনা সদর** রাঘবপুর	২৪°০০'০৫.৩" উ. ৮৯°১৪'৪২.১" পূ.	কলকাতা গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	জোড়বাংলা মন্দির বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ২টি দোচালা ঘর যুক্ত করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের তহসিলদার জনৈক ব্রজ মোহন ক্রোরী কর্তৃক এ মন্দির ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সামনের দিকে ৩টি অর্ধবৃত্তাকারের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে।
৩.	**চাটমোহর শাহী মসজিদ**	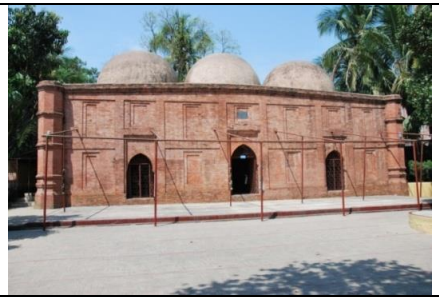	**চাটমোহর**	২৪°১৩'৩৮.৯" উ. ৮৯°১৭'২৭.৭" পূ.	নম্বর: এফ.১৮-৩৭/৫৪-পূর্ব ০৩ নভেম্বর ১৯৫৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 21)*	শিলালিপির থেকে জানা যায় সুলতান-উল-আযম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্বকালে তুয়ী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এ স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে, যেটি মসজিদের সামনের কূপ থেকে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। শিলালিপিতে কালেমা তাইয়েবা উৎকীর্ণ আছে। চাটমোহর শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**জগন্নাথ মন্দির**		**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯'০০.২" উ. ৮৯°২১'৩৩.২" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *(Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 24)*	জগন্নাথ (হান্ডিয়াল) মন্দির পাবনা জেলার একটি অন্যতম প্রাচীন মন্দির। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের প্রবেশ পথের ডানপাশের নিচের দিকে একটি শিলালিপি স্থাপিত রয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় জনৈক ভবানী প্রসাদ কর্তৃক ১৫১২ শতাব্দে (১৫৯০ খ্রিঃ) মন্দিরটির সংস্কার কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। মন্দিরে খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগ খাঁজকাটা। প্রবেশ পথের দু'পাশে সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। বর্গাকার মন্দিরটি ক্রমাগত সরু হয়ে কলস শোভিত সুক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির ফলক সাথে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি এবং লতাপাতার দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।
৫.	**বাংলা মন্দির** (বাংলা ঘর)	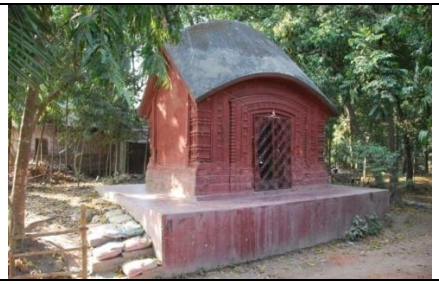	**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯.০১৩" উ. ৮৯°২১.৫৫৩" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *(Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums, Page- 24)*	এটি একটি দোচালা বাংলা মন্দির। মন্দিরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মত করে নির্মিত বলে মন্দিরটি বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের দরজার উপরে একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায়, ১৭০১ শতাব্দে (১৭৭৯ খ্রিঃ) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।
৬.	বেরুয়ান জামে মসজিদ		**আটঘরিয়া** চাঁদভা	২৪°০৬'২৪.৬" উ. ৮৯°১১'৪১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫২৭)	মসজিদটির গঠন কাঠামো ও নির্মাণ উপকরণ দেখে ধারণা করা হয় আনুমানিক ১৭ শতকের শেষে বা আঠার শতকের শুরুতে এটি নির্মিত। মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট। মসজিদের চার বহি:কোণে ৪টি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংস্কারের ফলে এর আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	শম্ভুচাঁদ ঠাকুরের সমাধি আশ্রম		**ফরিদপুর**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সবিম/শাঃ-৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা সদর থেকে প্রায় ৪০ কি:মি: উত্তর-পূর্ব দিকে আশ্রমটি অবস্থিত। শম্বু চাদের আশ্রমটি সুউচ্চ ইমারত যার আনুমানিক উচ্চতা ১২ মি:। স্থাপত্যিক কাঠামো,নকশা ও অলংকরন বিবেচনায় এটিকে ৪ ধাপে ভাগ করা যায়। এছাড়া সমাধির কাছে রয়েছে প্রাচীন একটি কূপ। এই ইমারতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যা বর্তমানে সামান্য অংশই অবশিষ্ট রয়েছে।
৮.	**জোড় বাংলা মাজার**	-	**ভাংগুড়া**	২৪°০০'০৫" উ. ৮৯°১৪'৪২" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং -সবিম/শাঃ-৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা জেলা হতে ৫৬ কি:মি: উত্তর দিকে জোড় বাংলা মাজার অবস্থিত। মাজারটি পূর্বমুখী প্রবেশ দ্বার এবং পাশাপাশি দু'টি ছোট কক্ষ বিশিষ্ট। মাজারটি 'শাহ করিম শাহ খলিলুল্লাহ' মাজার নামে পরিচিত। ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দোচালা ছাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে জোড় বাংলাটি সম্পূর্ণ অলংকারিক বিহীন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**সুজানগরের জমিদার আজিম চৌধুরীর বাড়ি**		**সুজানগর**	২৩°৫৬'৫৭" উ. ৮৯°৩১'০৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মার্চ ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১২১)	রহিম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র আজিম চৌধুরী ১২০ বিঘা জমির তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে নির্মাণ করেছিলেন অত্যাধুনিক ডিজাইনের দ্বিতল বহু দুয়ারি এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট এ অট্টালিকা। এ জমিদার বাড়ির চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল ৬০ বিঘার একটি দর্শনীয় দিঘি। জমিদার বাড়িতে ছোট বড় প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি কক্ষ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া জমিদার বাড়ির সন্নিকটে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।